Questionsno. 26. গিগ ইকোনমি (Gig Economy) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

উওর:

গিগ ইকোনমি এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তি বিশেষ নির্দিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন (full-time) চাকরির বদলে অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক বা খণ্ডকালীন (part-time/freelance) কাজ করেন। এ ধরনের কাজ সাধারণত প্রযুক্তিনির্ভর হয় এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

উদাহরণ:

1. রাইড শেয়ারিং: উবার, পাঠাও, ইন্ড্রাইভ চালানো।

2. ফুড ডেলিভারি: ফুডপান্ডা, হাংরিনাকি।

3. ফ্রিল্যান্সিং: Fiverr, Upwork, Freelancer ডট কম-এ কাজ করা (যেমন: ডিজাইন, প্রোগ্রামিং, অনুবাদ, কনটেন্ট রাইটিং)।

4. অনলাইন টিউশন বা কোচিং।

5. অনলাইন মার্কেটপ্লেসে পণ্য বিক্রি (ই-কমার্স)।

গিগ ইকোনমির বৈশিষ্ট্য:

স্বাধীনতা: কাজের সময় ও প্রকৃতি নিজের মতো বেছে নেওয়া যায়

চুক্তিভিত্তিক: স্থায়ী নয়, নির্দিষ্ট সময় বা প্রকল্পের জন্য কাজ করা হয়

টেকনোলজি-নির্ভর: মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কাজ খোঁজা ও দেওয়ার ব্যবস্থা

নিম্ন ব্যয়: কোম্পানির জন্য খরচ কম, কারণ কর্মীদের জন্য অফিস, বেতন সুবিধা রাখতে হয় না

গিগ ইকোনমির সুবিধা:

1. ফ্লেক্সিবিলিটি (স্বাধীনতা): কর্মী নিজের সময়মতো কাজ করতে পারেন।

2. আয়ের সুযোগ: একাধিক উৎস থেকে আয় করা সম্ভব।

3. দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ: বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করার ফলে স্কিল বাড়ে।

4. নারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী: ঘরে বসেই উপার্জনের সুযোগ।

গিগ ইকোনমির অসুবিধা:

1. আয় অনির্দিষ্ট: প্রতিমাসে নির্দিষ্ট আয় নাও থাকতে পারে।

2. চাকরির নিশ্চয়তা নেই: কাজের সুযোগ কমে যেতে পারে।

3. সামাজিক নিরাপত্তার অভাব: মেডিকেল, পেনশন, ছুটি ইত্যাদি সুবিধা থাকে না।

4. প্রতিযোগিতা বেশি: অনেকেই একই ধরনের কাজ করতে চায়, ফলে মূল্য কমে যায়।

গিগ ইকোনমি বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। তবে এর জন্য প্রয়োজন দক্ষতা, প্রযুক্তিতে অভ্যস্ততা এবং আত্মনির্ভরশীলতা। সরকার ও সমাজের দায়িত্ব গিগ কর্মীদের জন্য ন্যূনতম নিরাপত্তা ও সুযোগ নিশ্চিত করা।